কোটচাঁদপুরে পুলিশের বাধায় বিএনপির ইউনিয়ন পদযাত্রা পন্ড

বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদ যাত্রা কর্মসুচী পালন করেছেন কোটচাঁদপুর বিএনপি।

শনিবার বিকেল ৩ টার সময় এ কমর্সুচী পালন করেন দলটি। পদযাত্রায় পুলিশ বাধা দিয়েছেন এমন অভিযোগ নেতা-কর্মীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসুচীর অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরেও বিএনপি ইউনিয়ন পদযাত্রা কর্মসুচীর আয়োজন করেন। এরমধ্যে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর ইউনিয়নের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল,দোড়া ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন,কুশনায় ছিলেন বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল,বলুহরে ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস ও এলাঙ্গীর পদযাত্রায় ছিলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

এ কর্মসুচী সফল করতে প্রতিটি ইউনিয়নে নির্ধারিত স্থানে দলীয় নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। এরপর বিকেল ৩ টার সময় শুরু হয় ইউনিয়ন পদযাত্রা। এ সময় পুলিশের বাধায় পন্ড হয় পদযাত্রা। পরে নেতা-কর্মীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন,নেতা-কর্মীরা পদযাত্রা কর্মসুচী পালনের জন্য জড়ো হয়। এরপর পদযাত্রা শুরু হয়। নেতা-কর্মীরা কিছু দুর যাবার পর পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। পরে ওখানেই সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করা হয়।

একই কথা বলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন। তিনি বলেন,আওয়ামীলীগরা দলীয় মিছিল নিয়ে ইউনিয়নে শান্তি সমাবেশ যোগ দিলে সমস্যা নাই। আমরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শান্তি পূর্ণ পদযাত্রা কর্মসুচী পালন করছিলাম। সেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছেন। পন্ড করেছেন পদযাত্রা কর্মসুচী।

তবে এলাঙ্গী ইউনিয়নে পদযাত্রা সফল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আমরা ইউনিয়নে লিফলেট বিতরন করেছি। এরপর পদযাত্রা কর্মসুচীও পালন করেছি। এ ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসুচী সফল হয়েছে। পদযাত্রা শেষে ফাজিলপুর বাজারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিমের শো-ডাউন

মটর সাইকেল শো-ডাউন নিয়ে, দীর্ঘ দুই বছর পর আবারও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান (সেলিম) রবিবার বিকেলে শহরে এ শো-ডাউন দেন তিনি।

জানা যায়, গেল ২০২১ সালের ৩০ জানুয়ারি কোটচাঁদপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মোবাইল প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করেন সহিদুজ্জামান (সেলিম)। এতে করে দলীয় শৃংঙ্গলা ভঙ্গের অভিযোগ উঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বহিষ্কৃত হন তিনি।

এরপর থেকে আওয়ামী লীগের সব ধরনের সভা সমাবেশ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন তিনি।

গেল ২০২২ সালে ১৭ ডিসেম্বর গনভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ ক্ষমার লিখিত চিঠি পান মেয়র সহিদুজ্জামান (সেলিম)।

এরপেক্ষিতে রবিবার বিকেলে মটর সাইকেল শো-ডাউনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন তিনি।

এ সময় শো- ডাউনে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান শরিফুনেসা মিকি,যুবলীগ সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল, সাধারন সম্পাদক ও প্যানেল মেয়র সোহেল আরমান,কোটচাঁদপুর পৌর প্যানেল মেয়র (২) ও স্বেচ্ছা-সেবক লীগের আহবায়ক জাহিদ

হোসেন, কাউন্সিলর মোঃ রকিব উদ্দিন,সোহেল আল মামুন।
শো-ডাউন উপলক্ষে রবিবার দুপুর থেকে স্থানীয় বালক বিদ্যালয় মাঠে নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকেন।

বিকেল ৪ টার সময় মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম আসেন মাঠে। এরপর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত শো-ডাউনটি বের বালক বিদ্যালয় থেকে। পরে মিছিল পৌরসভার প্রতিটি সড়ক প্রদর্ক্ষিন শেষে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

কোটচাঁদপুরে ১২ বোতল ফেনসিডিল সহ এক জন আটক

১২ বোতল ফেনসিডিল সহ সজিব হোসেন (৩২) কে আটক করেছেন ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশ। তবে পালিয়েছেন ফেন্সিডিলের আরেক মালিক সোহাগ হোসেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা রাতে কোটচাঁদপুরের মোতালেব মার্কেট থেকে তাকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) শাহিন উদ্দিন বলেন,জেলা গোয়েন্দা শাখার এক দল পুলিশ গোপন সংবাদে কোটচাঁদপুরের মোতালেব মার্কেটে অভিযান চালান। এ সময় আটক করেন সজিব হোসেনকে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করেন ১২ বোতল ফেনসিডিল। সজিব মহেশপুরের মেইন আলামপুরের গোলাম মোস্তফার ছেলে।

ওই সময় পালিয়ে যান কোটচাঁদপুর সোহাগ গার্মেন্টের্সের মালিক ও উদ্ধার হওয়া ফেনসিডিলের আরেক মালিক সোহাগ হোসেন। সে কোটচাঁদপুর পৌরসভার সলেমানপুর গ্রামের আব্দুল মান্নান শেখের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক(এসআই) হারুন অর রশিদ জানান,শনিবার মামলা দিয়েছেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশ(ডিবি)। তারা এ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা। এ কারনে বিষয়টি বিস্তারিত আমার কাছে নাই।

[redacted]

[redacted]

অভিযান পরিচালনা করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খান মাসুম বিল্লাহ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণমাধ্যম কর্মী কোটচাঁদপুর মডেল থানার এস আই মোঃ ইদ্রিস,সহ পুলিশ ও আনসার সদস্যরা।

কোটচাঁদপুরে মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় নিহত ১

মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় কোটচাঁদপুরে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় উপজেলার গালিমপুর নামকস্থানে এ ঘটনা ঘটে। ওই দুই জনের বাড়ি যশোরের ঝিকরগাছা বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের গালিমপুর মোড়ে মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা মোটরসাইকেল আরোহীদের এতে গুরুত্বর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মাহমুদুল ইসলাম (২৫)কে মৃত বলে ঘোষণা দেন আর রবিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মৃত মাহমুদুল ইসলাম যশোর ঝিকরগাছা গদখালি এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। আর রবি একই রঘুনাথনগর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে।

সহকর্মী সোহান হোসেন বলেন,মাহমুদুল হাসান ছিলেন,জাপান টোবাকো কালিগঞ্জ অফিসের স্টোর কিপার ও রবি ছিলেন সহকারী স্টোর কিপার। দুই জনই মোটরসাইকেলে করে কোটচাঁদপুর মার্কেটে এসেছিলেন ।
এ সময় দুর্ঘটনায় পতিত হন তারা। খবর পেয়ে আমরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেখতে এসেছি।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রমিজ উদ্দিন (তপু) বলেন, আমরা গুরুতর আহত অবস্থায় দুইজনকে পেয়েছি। এরমধ্যে মাহমুদ হাসান (২৫) কে চিকিৎসা দেওয়ার আগেই মারা যায়। রবি নামের আরেক জন কে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোরে রেফার্ড করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সিরাজুল আলম বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে কাউকে পাওয়া যায়নি। মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌরসভার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

প্রকৌশলী কর্তৃক পৌরসভার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নের প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল ১১টায় পৌর ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় পৌর সচিব এনামুল হক প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে সহিদুজ্জামান সেলিম বলেন, আমি দায়িত্বভার গ্রহণের পর জনস্বার্থ ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে পৌরভবন, রোড লাইট, পানি সরবরাহসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে পূর্বের মেয়রদের আমলের বকেয়া বিল বাবদ ২ কোট ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার ৭’শ ১৩ টাকার মধ্য থেকে ২৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২’শ ১০ টাকা বকেয়া পরিশোধ করি। পরবর্তীতে আমরা প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে গত ২১ সালের মে মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ১০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়েছি। আমার পরিষদের সময়কালীন কোন বিল বকেয়া up।

স্থানীয় আবাসিক প্রকৌশলী বকেয়া বিল আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক ২ লক্ষ টাকা ও প্রতিমাসে বিলের সাথে ১ লক্ষ টাকা বকেয়া সমন্বয়ের প্রস্তাব দিই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আবাসিক প্রকৌশলী আমাদের সাথে কোন পরামর্শ না করেই গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর পৌর এলাকার ২টি রোড লাইট ও পানির পাম্পের ৩টি লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। এতে পৌরবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পৌর মেয়র বলেন, সাবেক মেয়রদের সময়ে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বকেয়া আদায়ে তৎপর না থাকায় এ পরিস্থিতির

সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ অবস্থা উত্তোরনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন জাহিদ বলেন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন হাত নেই।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে মাটি রাখায় বিপাকে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক

বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সহ বাউন্ডারি ঘেষে মাটি রেখেছেন একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই বিদ্যালয়ের কমলমতি ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক ও পথচারীরা। এ দৃশ্য কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বাজেবামনদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। যা দেখার কেউ নাই। বলা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি,বললেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নাজনিন সুলতানা।

কোটচাঁদপুর বাজেবামনদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর পিতা উজ্জ্বল হোসেন বলেন,এমনিতেই সড়কটি সরু। এরপর বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেষে মাটি রাখায় চরম ভোগান্তিতে আমরা। ওই মাটি দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সুরাইয়া জামানের পিতা সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার বলেন,বিদ্যুৎ অফিসের নতুন ভবনের কাজ শুরুর পর থেকে মাটি গুলো পড়ে আছে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেষে ও প্রধান ফটকের সামনে। এতে স্কুল পড়ুয়া কমলমতি ছাত্র /ছাত্রীরা নিয়মিত পড়ছেন ভোগান্তিতে।

অন্যদিকে আঞ্চলিক সড়ক হওয়ায় সেটা অনেকটা সরু। এতে করে যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা। এ ছাড়া ওই মাটির স্তুপ থেকে

ধুলা বালি উড়ায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ্য হতে পারেন ছাত্র/ছাত্রী। এটার দ্রুত সমাধান হাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি।

পথচারী আসাদুল ইসলাম বলেন, দুই মাস যাবত খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, মাটির কারণে । এমনিতে চিকন রাস্তা একটা ভ্যান ও বাইসাইকেল পাশাপাশি গেলে হেঁটে যাওয়ার জায়গা থেকে না।

এ ছাড়া ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসা ও যাওয়ার ওই সড়কে যানজট হয়। এতে করে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে লাইন ধরে বাড়িতে ফিরতে হয় তাদের।

বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী ইমরান হোসেন বলেন, বিরাট বিপদে আছি সামনে ফেলে রাখা মাটিতে। দিনে তিন/চার বার পানি দিয়ে ভিজাতে হচ্ছে স্কুলের ভিতর। পানি একটু বেশি দিলেই কাঁদা হয়ে যাচ্ছে।

ঠিকানার কাজী মর্তুজা হিরো বলেন,নতুন ভবন করার জন্য মাটি খোড়া হয়েছিল। জায়গা না থাকায় ওখানে রাখা হয়েছে। ভবনের গ্রেড বিম হওয়ার পর মাটি গুলো আবার নিয়ে এসে তা ভরাট করা হবে। যা ৮/১০ দিনের মধ্যে সম্ভব বলে তিনি জানান।

মিস্ত্রিরা বলছে ৩/৪ মাস সময় লাগবে মাটি সরাতে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ওরা বোঝেনা ভাই। আমি যেটা বলছি সেটা শোনেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নাজনিন সুলতানা বলেন, গেল ১৫ দিন হল, আমি এ বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছি। তবে আমার মনে হয়, এর আগের ম্যাডামের অনুমতি ছাড়াই হয়তো,তারা এ মাটি রেখেছেন। এর আগে মাটি অপসারণ করতে বলেছি। কিন্তু তারা সরাননি। আজ আবারও বলবো দেখি কি করেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল বলেন, এর আগে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখে ছিলাম মাটি পড়ে আছে। ওই সময় তাদেরকে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। তা ওনারা করেননি। আমি আবারও তাদেরকে বলবো।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন,এটা আমার জানা ছিল না। আমি খোজ নিয়ে তাদেরকে অফিসে ডাকিয়ে মাটি অপসারণের ব্যবস্থা করছি।

উৎসব মূখর পরিবেশে কোটচাঁদপুর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরস্বতী পূজা উৎযাপন উপলক্ষে উৎসব মূখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।

শনিবার বিকালে উপজেলার শিঙ্গিয়া বটতলা ঘাটে সিঙ্গিয়া আইপিএম কৃষি মোর্চা সহযোগিতায় ও সিঙ্গিয়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে স্থানীয় বলুহর বাঁওড়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপে মোট ৮ টি নৌকা অংশগ্রহন করে।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামে শিঙ্গিয়া গ্রামের হালদার পাড়া এলাকার বাঁওড় পাড়ে। দূর দুরান্ত থেকে শুরু করে আশপাশের সব এলাকা থেকে সব বয়সী শত শত মানুষ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে আসেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সুসজ্জিত নৌকা নিয়ে প্রতিযোগীরা অংশ এতে নেন।

বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বৈঠার ছপ ছপ শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এই নৌকা বাইচ এলাকাতে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।ছিলো দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়।

বলুহর ইউনিয়নে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসীন আলী, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার, বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ফারুক হোসেন, বলুহর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আকিমুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন মুকুল ও তার দল, রানার্সআপ ঝড়ু হালদার ও তারদল,তৃতীয় স্থান আনন্দ হালদার, শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ

কোটচাঁদপুর বিএনপির ১০ নেতা- কর্মী জামিনে মুক্তি

পেট্রোল বোমা ও ককটেল উদ্ধার মামলায় আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন কোটচাঁদপুর পৌর কাউন্সিলর,ইউপি সদস্যসহ বিএনপির ১০ নেতা- কর্মী। বুধবার সকালে জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল ৭ ডিসেম্বর রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় মামলা হয় । যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। এরপর থেকে স্থানীয় থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন ১২ জন নেতা-কর্মী।

ওই মামলায় মঙ্গলবার আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান ১০ জন নেতা- কর্মী। যার মধ্যে রয়েছেন,কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর আবু হানিফ,ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেল মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান,গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন (৫৫), পৌর এলাকার ভবানিপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে অসিম হোসেন (৪০),উপজেলার বলাবাড়িয়া গ্রামের শাহাদাৎ কাজীর ছেলে হাদিউজ্জামান (৪০),গুড়পাড়ার রেজাউল হকের ছেলে রিপন উদ্দিন(৩৪),শিশির কুন্ডু গ্রামের মৃত নুরুল আমীন মুন্সির ছেলে গোলাম মোস্তফা ফারুক (৪২), হরিণদীয়া গ্রামের আব্দুল ফরিদ হোসেনের ছেলে ইউপি সদস্য আবুল হোসেন (৪০)।

এদিকে নেতা-কর্মীদের জামিনের খবরে জেল গেটে জড়ো হন কোটচাঁদপুর

বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এরপর জেল থেকে বের হওয়ার পর তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন তারা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন, বোমা ও ককটেল উদ্ধার মামলায় মঙ্গলবার ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ কোটচাঁদপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান ১০ জন নেতা-কর্মী। তবে কাগজ পত্রের কারনে বুধবার সকালে জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

কোটচাঁদপুর ট্রেন লাইনের উপর থেকে যুবকের মৃত দেহ উদ্ধার

কোটচাঁদপুর ট্রেন লাইনের উপর থেকে মনির হোসেন নামের এক যুবকের মৃত দেহ উদ্ধার করেছেন জিআরপি পুলিশ। আজ বুধবার এ মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুরের যাদবপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, মনির হোসেন পাতরা ঢাকা পাড়ার মৃত মফেজ উদ্দিনের ছেলে। তবে তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। বেশ কিছুদিন আগে নোয়াখালী অথবা নারানগঞ্জ থেকে এখানে এসেছিল।

তাঁর বউ ও দুই মেয়ে আছে। তবে বউয়ের সঙ্গে দুই বছর আগে ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেছে। আর দুই মেয়ের মধ্যে একটা পাতরা গ্রামে থাকেন। আরেকটি তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকেন। মনির হোসেন গেল এক সপ্তাহ আগে এ গ্রামে এসেছিল।

কোটচাঁদপুর কলেজ রেল গেটের গেটম্যান সাব্বির আহম্মেদ বলেন,মঙ্গলবার রাত ১১ সময় স্টেশন মাস্টার আমাকে মোবাইল করেছিল। বলছিল স্টেশনের আশা-পাশে কোথাও কোন মৃত দেহ আছে কিনা। ওই সময় খোজ করে কোন মৃত দেহ দেখতে পায়নি।

আজ সকালে পথচারীদের মাধ্যমে জানতে পারি মৃত দেহের কথা। এরপর আমি স্টেশন মাস্টারকে বিষয়টি জানিয়েছি। তবে কখন কিভাবে ঘটেছে বলতে

পারবো না।

স্টেশন মাস্টার ইয়াছির আরাফাত বলেন,রাতেই খবর পেয়ে ছিলাম। তবে লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি রাতে। বুধবার সকালে গেটম্যানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

তিনি বলেন, সীমান্ত ট্রেনে কাটা পড়তে পারে ওই ব্যক্তির। জিআরপি পুলিশকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে।

যশোর জিআরপি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম বলেন,খবর পেয়ে এসে দেখলাম মনির হোসেনের দ্বি-খন্ডিত মৃত দেহ। তদন্ত শুরু হয়েছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব না। এটা হত্যা না আত্মহত্যা।